আমাদিন

তারিখ 1 3 AUG 2008
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ২

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এরই মধ্যে সেশনজটে

জগাবাবুর পাঠশালা থেকে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়। এটি একটি প্রচলিত কথা। তাতে কি এটি তো এখন পরিপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়। যার যাত্রা শুরু হয় ২০০৫ সালে। পুরনো ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদীর তীর ঘেঁষে অবস্থিত এ বিশ্ববিদ্যালয়কে ভর্তির ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পর দ্বিতীয় পছন্দ হিসেবে প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। কিন্তু ভর্তি পরীক্ষার পর অতিরিক্ত স্তরে ভর্তি ফি (যা আনুপাতিকহারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় অনেক বেশি) আদায়ের ফলে অনেকেই ভর্তির সুযোগ পায় না। আবার ভর্তি হয়েও শিক্ষার্থীদের নানা সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়।

ক্যাম্পাসের বর্তমান পরিবেশ

আয়তনে ছোট এ ক্যাম্পাসটি পুরনো ঢাকার মধ্যে অবস্থান করায় এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো পরিবেশ ফুটে ওঠেনি। হাজার হাজার শিক্ষার্থীর এ ক্যাম্পাসে সব সময় জটলা বেঁধে থাকে। পর্যাপ্ত ভবন না থাকায় ক্লাসের ফাঁকে শিক্ষার্থীদের সেমিনার কক্ষের পরিবর্তে বাইরে আড্ডা দিয়ে সময় কাটাতে হয়। শিক্ষার্থীদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের জন্য কোনো হল রুম না থাকায় বাইরের খোলা পরিবেশে অনুষ্ঠান আয়োজন করতে হচ্ছে।

ইতিমধ্যে ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরে নির্মাণাধীন ২০ তলা ভবনের সাত তলার কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এ কাজ চলতি অর্থবছরের জুলাই মাসের মধ্যে উদ্বোধন হওয়ার কথা থাকলেও হয়নি। এছাড়া মূল ক্যাম্পাসের সামনে বাংলাবাজার মোড় থেকে ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ মোড় পর্যন্ত সড়কটিতে সারাদিনই যানজট লেগে থাকে। অবস্থাদৃষ্টে অনুমান করা কঠিন যে এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস আছে। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের ভেতর এবং বাইরের প্রতিটি সড়কের ফটকগুলোতে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা সাইনবোর্ড লাগিয়ে যান চলাচল নিষিদ্ধ করেছে।

অথচ জবি ক্যাম্পাস সংলগ্ন সড়কটিতে প্রতি মুহূর্তেই চলাচল করছে গাবতলী-সদরঘাট, টঙ্গী-সদরঘাট, মিরপুর-সদরঘাট এবং আজমেরী বাস। এ কারণে প্রথম দেখায় যে কেউ এলাকাটিকে গাবতলী, সায়েদাবাদ কিংবা মহাখালীর মতো কোনো একটি টার্মিনাল মনে করতে পারেন। শিক্ষার্থীদের জন্য ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরে কোনো ক্যান্টিন নেই। ফলে শিক্ষার্থীদের ক্যাম্পাসের আশপাশের রেস্টুরেন্টগুলো থেকে উচ্চ দামে খাবার কিনে খেতে হচ্ছে।

কিছুদিন আগে অদ্ভুত ধরনের স্লোগান লিখে ছাত্রছাত্রীরা সময়মতো পরীক্ষা ও রেজাল্ট প্রকাশের দাবি জানায়। স্লোগানটি ছিল 'আট সেমিস্টার আট বছর, বিয়ে করবো কোন বছর'।

সেশনজট

জবির সব শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীরা কমবেশি ২ বছরের সেশনজটে পড়েছে। ফলে শিক্ষার্থীরা ভুগছে মানসিক যন্ত্রণায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট চারটি অনুষদ রয়েছে। বিভিন্ন অনুষদের দেয়া তথ্য মতে, সর্বোচ্চ ৯০ দিনের মধ্যে ফলাফল প্রকাশের বিধান থাকলেও কোনো কোনো অনুষদ নয় মাসেও ফলাফল প্রকাশ করতে পারছে না। এদিকে ২০০২-০৩ শিক্ষাবর্ষের অনার্স ফাইনাল ইয়ারের পরীক্ষা এখনো অনুষ্ঠিত হয়নি। অথচ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে একই শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীরা পাস করে বেরিয়ে গেছে।

সেশনজট আর শিক্ষার মান বৃদ্ধির জন্য ২০০৫-০৬ সেশন থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে সেমিস্টার সিস্টেম চালু করা হয়। অথচ ছয় মাসের সেমিস্টার ৯ মাসেও শেষ হচ্ছে না। সেমিস্টারের শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেন ভর্তি হওয়ার পর ওরিয়েন্টেশনের সময় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ চার বছরের কোর্স চার বছরেই শেষ করার ঘোষণা দেন। কিন্তু এখন কর্তৃপক্ষের অবহেলায় তাদের স্বপ্ন ভঙ্গ হয়েছে। কিছুদিন আগে অদ্ভুত ধরনের স্লোগান লিখে ছাত্রছাত্রীরা সময়মতো পরীক্ষা ও রেজাল্ট প্রকাশের দাবি জানায়। স্লোগানটি ছিল 'আট সেমিস্টার আট বছর, বিয়ে করবো কোন বছর'। এ ব্যাপারে জানতে চাওয়া হলে 'পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক জহিরুল ইসলাম ভবিষ্যতে ৯০ দিনের মধ্যেই ফলাফল প্রকাশের আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

ক্লাস রুম, ল্যাবরেটরি এবং লাইব্রেরি

জবির অনাবাসিক শিক্ষার্থীরা পরিবহন সঙ্কটের মধ্য দিয়ে ক্লাস করতে এসেও তাদের পড়তে হয় আরেক বিপাকে। প্রত্যেক বিভাগে পর্যাপ্ত ক্লাস রুম না থাকায় শিক্ষার্থীদের প্রায়ই ক্লাস না করে ফিরে যেতে হয়। এ অভিযোগ করেন ভূগোল ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের দ্বিতীয় সেমিস্টারের ছাত্র মোঃ বাহারুল ইসলাম। আবার অনেক সময় ক্লাস রুম পাওয়া গেলেও শিক্ষকদের বিলম্বতা ও অলসতার কারণে ক্লাস হয় না। একই অবস্থা ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগেও।

বিজ্ঞান অনুষদের শিক্ষার্থীদের প্রাকটিক্যাল ক্লাস করার জন্য ল্যাবের প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সুযোগ-সুবিধা নেই। গত বছর বিশ্ববিদ্যালয় বাজেট থেকে ল্যাবের উপকরণ কেনার জন্য ৫৬ লাখ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞান অনুষদের বিভিন্ন সরঞ্জাম কেনার জন্য দুবার টেন্ডার আহ্বান করেন। জানা গেছে, মান অনুযায়ী যন্ত্রাংশ না পাওয়ায় দুবারই টেন্ডার বাতিল করা হয়। এছাড়া রয়েছে বিভিন্ন অনুষদে রেফারেন্স বইয়ের এর সঙ্কট। জবির বিভাগগুলোতে লাইব্রেরি থাকলেও তার অবস্থান নামসর্বস্ব। অথচ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি থেকেও শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনীয় সুবিধা পাচ্ছে না।

জবি কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে অর্থনৈতিক সমস্যাকে সব সমস্যার প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এরপর অন্যান্য সমস্যাগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রশাসন, শিক্ষক সঙ্কট এবং সুষ্ঠু পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান না থাকা। প্রথম সমস্যাটি সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান ড. নজরুল ইসলাম বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মোট চাহিদার তুলনায় বরাদ্দের পরিমাণ খুবই কম। তাই সরকারের সুদৃষ্টি এবং কর্তৃপক্ষের সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমেই এসব সমস্যার সমাধান হতে পারে।

এ এ এম হাসনাইন
hasnainbd@ymail.com